শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান

অধ্যাপক গোলাম আযম

শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান

অধ্যাপক গোলাম আযম

কল্যাণ প্রকাশনী

www.pathagar.com

শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়
কল্যাণ প্রকাশনী

পরিচালনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭
ফোন ৮৩৫৮১৭৭

প্রকাশকাল
১৫ নভেম্বর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
১ অগ্রহায়ন ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
২২ শাওয়াল ১৪২৭ হিজরী

মূল্য : দশ টাকা (নির্ধারিত)

বর্ণবিন্যাস
কামিয়াব কম্পিউটার, স্যুট ৮বি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

SRAMIK SAMASYAR ISTHHAI SAMADHAN, Written By Prof. Ghulam Azam, Published By Kalyan Prokasoni, 435, Boro Maghbazar, Dhaka 1217, Bangaldesh. Phone 8358177.

Price : Ten Taka Only (Fixed)

www.pathagar.com

অভিমত

আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার বাংলাদেশের গণমানুষের অধিকার আদায়ের আজীবন আপসহীন সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি পুস্তিকা লিখবেন। তাঁর নিজ হাতে লেখা 'শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান' পুস্তিকাটি প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে আজ তা পূরণ হলো।

তাঁর আন্দোলনী জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য প্রায় প্রতিটি লাইনেই ফুঠে উঠেছে। এটি কলেবরে বেশি বড় না হলেও অল্প কথায় শ্রমিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। আশা করছি, যারা ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িত আছেন তারা তাদের প্রত্যেকের মনের খোরাক এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

আরবীতে একটি কথা আছে, 'আফজালুল কালামি কাল্লা ও দাল্লা।' অর্থাৎ, সবচেয়ে ভালো কথা সেটিই, যা পরিমাণে কম কিন্তু যুক্তিভিত্তিক। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে সে কথারই প্রমাণ রয়েছে। যারা অসহায় শ্রমিকসমাজের কল্যাণ চান এবং যারা শ্রমিক আন্দোলনে আগ্রহী তাদের প্রত্যেকেরই পুস্তিকাটি পাঠ করা প্রয়োজন। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার পর প্রাপ্ত এ দুর্লভ পুস্তিকাটির আমি

www.pathagar.com

বহুল প্রচার কামনা করছি এবং সেই সাথে দোআ করছি, বইটির লেখককে আল্লাহ তাআলা উভয় জগতে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। লেখক, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা সকলের কল্যাণ কামনা করে শেষ করছি।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

শ্রমিক কাকে বলে?	৭
মালিকের সংজ্ঞা কী?	৭
শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে কেন সমস্যা সৃষ্টি হয়?	৮
মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল	৯
ইসলামে শ্রমের মর্যাদা	১০
শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ	১১
গণতান্ত্রিক বিশ্বে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের ফর্মুলা	১৩
শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপায়	১৪
শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানও সেখানেই রয়েছে	১৬
মানুষ সম্পর্কে মর্যাদাবোধ	১৭
এ মর্যাদাবোধের অভাবই সমস্যার মূল	১৮
অধীনদের সাথে আচরণে ইসলামের শিক্ষা	১৯
আপত্তির মূল কারণ	২০
শ্রমিক সমাজের ভাবনার বিষয়	২১
আদর্শিক রাজনীতি চাই	২১
ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার চাই	২২
ইসলাম কায়েমের পথে বাধা কোথায়?	২৩
রাসূল (স)-এর আদর্শ কায়েমের উপায় কী?	২৬
রাসূল (স)-এর পদ্ধতির বিবরণ	২৬
ইতিহাসের সেরা সমাজ	২৮
বাংলাদেশে রাসূল (স)-এর ঐ পদ্ধতিতেই ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা চলছে	২৯
ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের শর্তাবলি	৩০
বাংলাদেশে কি এ শর্ত দুটো আছে?	৩১

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান

শ্রমিক কাকে বলে?

ধনী-গরিব, শিক্ষিত-মূর্খ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই কাজ করতে হয়। আর যেকোনো কাজ করতে গেলেই শ্রমের দরকার হয়। এ হিসেবে সব মানুষকেই শ্রমিক বলা যায়।

সাধারণত ঐসব মানুষকেই শ্রমিক বলা হয়, যারা পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণও বেতনের বিনিময়েই কাজ করেন। তাদেরকে তো শ্রমিক হিসেবে গণ্য করা হয় না। তাহলে শ্রমিকের সঠিক সংজ্ঞা কী?

অর্থনীতির পরিভাষায় তাদেরকেই শ্রমিক বলা হয়, যারা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানায় কর্মকর্তাদের অধীনে শ্রমিক-কর্মচারী হিসেবে কাজ করে। এ জাতীয় শ্রমিক-কর্মচারীদেরকেই ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার দেওয়া হয়। তাই বলা যায়, যাদের ট্রেড-ইউনিয়নের অধিকার সরকারিভাবে স্বীকৃত তারাই শ্রমিক।

মালিকের সংজ্ঞা কী?

সহজ কথায়, যারা শ্রমিকদেরকে কাজে নিয়োগ করে, তাদের নিকট থেকে কাজ আদায় করে এবং শ্রমের বিনিময়ে মজুরি বা বেতন দেয় তারাই মালিক। কোনো এক ব্যক্তি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি স্বয়ং সরকারও মালিক হিসেবে গণ্য।

www.pathagar.com

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে কেন সমস্যা সৃষ্টি হয়?

যেখানেই দুটো পক্ষ থাকে সেখানেই পারস্পরিক সম্পর্কে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে ঘনিষ্ঠ অন্য কোনো সম্পর্ক নেই। ভালোবাসা ও আবেগ এ সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া সত্ত্বেও দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা পারিবারিক জীবনকে সুখ ও শান্তিময় করার উদ্দেশ্যে স্বামী ও স্ত্রীকে দুটো পক্ষ গণ্য করে উভয়ের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। লক্ষ করার বিষয় যে, স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারের তালিকা না দিয়ে তিনি কর্তব্য পালনের তাকীদ দিয়েছেন। কারণ, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করে তাহলে স্ত্রী তার অধিকার ঠিকমতোই পেয়ে যাবে, তেমনি স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করে তাহলে স্বামী তার অধিকার ভোগ করতে পারবে।

মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী আল্লাহ্ তাআলা স্বামী বা স্ত্রীকে নিজ নিজ অধিকার পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা বা ছল-চাতুরির পরামর্শ দেননি। কারণ, উভয়েই যদি অধিকার হাসিলের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাহলে কেউ তার অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে না।

একই নীতিতে আল্লাহ্ তাআলা পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য কী তাও জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে উভয় পক্ষ নিজ নিজ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায়। আল্লাহ্ তাআলা সন্তানদেরকে তাদের অধিকার হাসিলের জন্য পিতামাতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার হুকুম দেননি।

বাস্তব জীবনে সর্বক্ষেত্রেই দুটো পক্ষ থাকে– সরকার বনাম জনগণ, কারখানার মালিক ও শ্রমিক, ক্রেতা ও বিক্রেতা, পরিবহনের মালিক ও

www.pathagar.com

যাত্রী, বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে ইত্যাদি। উভয়পক্ষেরই স্বার্থ বা অধিকার রয়েছে। স্বার্থে আঘাত লাগলেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই উভয়পক্ষের অধিকার চিহ্নিত, নির্ধারিত ও সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। অধিকার অস্পষ্ট থাকলেই সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণেই দরদাম ঠিক না করে কেনা-বেচা করা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে; তেমনি মজুরি ঠিক না করে শ্রমিককে কাজে লাগানো নিষেধ করা হয়েছে।

মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল

আল্লাহ তাআলা সব মানুষকেই সব গুণ, যোগ্যতা, সম্পদ ইত্যাদি দান করেননি। এ সবই তিনি ভাগ করে দিয়েছেন, যাতে কোনো মানুষ অপরের সহযোগিতা ছাড়া চলতে না পারে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবাইকে অন্যদের সাথে সম্পর্ক গড়তে বাধ্য করা।

টাকার মালিক তার অর্থ একাকী কোনো কাজে লাগাতে পারে না। এ টাকা দিয়ে কোনো কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেক লোকবলের প্রয়োজন হয়। কতক লোক কারখানার দালান তৈরি করে, কতক লোক মেশিন জোগাড় করে, আর কতক লোক মেশিন চালায়, কতক লোক মেশিনে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করে। আরো বিভিন্ন রকমের কাজে অনেক লোককে লাগাতে হয়।

গাড়ির মালিকের ড্রাইভার প্রয়োজন। গাড়ি মেরামতের জন্য গ্যারেজে যেতে হয়। তেলের জন্য পেট্রল পাম্পের সাহায্য নিতে হয়।

যত বড় ক্ষমতাশালী রাজা-বাদশাহ-ই হোক, একা তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়– নাপিত, ধোপা, মালি ও খাদেমের সাহায্য নিতে তিনিও বাধ্য।

www.pathagar.com

রেল স্টেশনে কুলি ছাড়া মাল নিয়ে বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। বাবুর্চি না থাকলে হোটেলে মজার খাবার উপভোগ করা যায় না।

মানুষে মানুষে পরস্পর নির্ভরতার বিধান আল্লাহ তাআলাই প্রবর্তন করেছেন। কুরআনের ৪৩ নং সূরা যুখরুফের ৩২ নং আয়াতে অন্য এক প্রসঙ্গে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে আমিই তো জীবন যাপনের উপকরণ বিলি-বণ্টন করেছি এবং তাদের মধ্যে কতক লোককে অপর কতক লোকের উপর বেশি মর্যাদা দিয়েছি, যাতে তারা একে-অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে।'

দায়িত্ব ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমান নয়, কারখানার ম্যানেজার ও শ্রমিক সমান হতে পারে না, বাদশাহ ও খাদেমের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু মানুষ হিসেবে সবার মর্যাদা সমান বলে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা

যেসব কাজ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়, এর কোনোটাকেই তুচ্ছ মনে করা চলে না। মুচি জুতা সেলাই করে, দর্জি কাপড় সেলাই করে, নাপিত চুল কাটে, ধোপা কাপড় ধৌত করে, জেলে মাছ ধরে, ফেরিওয়ালা ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করে। এ কাজগুলো খুবই জরুরি। কারো না কারো এ কাজগুলো করতেই হবে। তা না হলে আমাদের জীবন অচল হয়ে পড়বে। কোনো কাজই নগণ্য নয় এবং যারা এসব কাজ করে তারা হীন বা ঘৃণ্য হতে পারে না।

www.pathagar.com

কোনো মানুষ কি রাসূল (স)-এর সমান মর্যাদাবান ও সম্মানিত আছে? তিনি নিজ হাতে জুতা মেরামত করে, কাপড়ে তালি লাগিয়ে এবং মুসাফির কর্তৃক বিছানায় পায়খানা করে রেখে যাওয়া কাপড় ধৌত করে শ্রমের যে মর্যাদা স্থাপন করেছেন, সে কথা মনে রাখলে এসব কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করা বা এসব কাজ যারা করে তাদেরকে নগণ্য বলে তাচ্ছিল্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কারখানার ম্যানেজার কি পিয়ন ছাড়া একদিনও চলতে পারবেন? তিনি ম্যানেজার বলেই আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান আর পিয়ন মর্যাদাহীন নয়। হয়তো মানুষ হিসেবে পিয়নটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়ও হতে পারে।

রাসূল (স) ও তাঁর পরবর্তী চার খলীফা এ বিষয়ে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাস্তবে দেখিয়ে গেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য আদর্শ হয়ে আছে। সে আদর্শ মেনে চললে শ্রমিক সমস্যা বলে কোনো কিছুই সৃষ্টি হতো না।

শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ

যারা শ্রমিক নিয়োগ করে তারা যদি বেশি মুনাফা অর্জনকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বানায় তাহলেই শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। তারা মানুষকে কম মজুরির বিনিময়ে শ্রম দিতে বাধ্য করার অপচেষ্টাই চালায়। যারা শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য, জীবন বাঁচানোর জন্য শ্রম বিক্রি করা ছাড়া যাদের কোনো উপায় নেই, তাদের এ অসহায়ত্বকে শোষণের সুযোগ মনে করে যারা সম্পদের পাহাড় গড়তে চায় তারাই শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টি করে। তারা শ্রমিককে গৃহপালিত পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করে। কৃষক তার হালের বলদ থেকে উপযুক্ত কাজ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভালো করে খাইয়ে সবল করে রাখে।

www.pathagar.com

কারখানার লোভী মালিকের নিকট শ্রমিকরা হালের বলদের মর্যাদাও পায় না; শ্রমিককে সারাদিন খাটিয়ে মানুষ হিসেবে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজনীয় মজুরিও দিতে চায় না।

এমন এক পরিস্থিতিতেই ১৮৮৬ সালের ১ মে তারিখে আমেরিকার শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটে মানবীয় মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে কতক ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে অনেক শ্রমিক নিহত হয়। তারা মরিয়া হয়ে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়; কিন্তু দাবি ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের সে আত্মত্যাগের ফলে মালিকপক্ষ দাবি মানতে বাধ্য হয়। তখন থেকেই গোটা বিশ্বে ১ মে তারিখে শ্রমিকরা 'মহান শ্রমিক দিবস' পালন করে। এ দিবসটি শ্রমিক আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়।

শিকাগোর আদলে সংগঠিত হয়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করাকেই শ্রমিকরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। শিকাগোর আন্দোলনকারীরা জীবন উৎসর্গ করে দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু তারা কারখানা ভাঙচুর, বোমাবাজি, লুটতরাজ, জ্বালাও-পোড়াও করার আদর্শ স্থাপন করেনি। শ্রমিক আন্দোলনে এ জাতীয় নাশকতামূলক কার্যকলাপের কুপ্রথা কমিউনিস্টরাই চালু করেছে। কমিউনিস্ট রাশিয়ায় তো শ্রমিক আন্দোলন করারই কোনো অধিকার ছিল না; কিন্তু রাশিয়ার দালালরা সারা দুনিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনে নাশকতা চালু করার শিক্ষা দেয়। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র আত্মহত্যা করলেও এ কুপ্রথা একশ্রেণির লোকের মধ্যে এখনো অত্যন্ত সক্রিয়।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক বিশ্বে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের ফর্মুলা

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো শ্রমিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে ফর্মুলা উদ্ভাবন করেছে তা মোটামুটি সন্তোষজনক। শ্রমিকদেরকে সংগঠিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার স্বীকার করে আইন রচনা করা হয়েছে। আইনে CBA (Collective Bargaining Agent)-এর মাধ্যমে মালিকপক্ষের সাথে দর কষাকষির সুযোগও দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি শ্রমিক, মালিক ও সরকার মিলে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (TCC— Tripartite Consultative Committee) ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে আপস-মীমাংসায় সরকার নিরপেক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারে।

এ ব্যবস্থা বাংলাদেশেও আছে। এ সত্ত্বেও এ বছর (২০০৬) গার্মেন্টস শিল্পে এত নাশতকামূলক কার্যকলাপ হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। দুর্ভাগ্যবশত, এ দেশে এমন একটি রাজনৈতিক মহল রয়েছে, যারা গণতন্ত্রের দোহাই দিলেও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। মেজাজের দিক দিয়ে তারা ফ্যাসিস্ট। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকায় তাদের পক্ষে দেশি বা বিদেশি কোনো শক্তি এমন নাশকতার অপচেষ্টা চালাচ্ছে কি না তা তদন্ত ও বিচার্য বিষয়।

২০০৬ সালের অক্টোবরের ৫ তারিখে TCC-এর মাধ্যমে যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে, তার পর শ্রমিক অসন্তোষ থাকার কথা নয়। কোনো কোনো মহল ঐ চুক্তি মানতে অস্বীকার করে আন্দোলনের নামে নাশকতা অব্যাহত রেখেছে। মালিক ও শ্রমিকনেতাগণ বলেছেন, তাদের মধ্যে এমন একদল

www.pathagar.com

লোক রয়েছে, যারা শ্রমিক নয়। সরকারকে দৃঢ়তার সাথে এসব নাশকতার হোতাদেরকে দমন করতে হবে, যাতে গার্মেন্টস শিল্প রক্ষা পায়।

দেশের সব রাজনৈতিক মহল যদি দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালায় এবং কোনো রাজনৈতিক মহল যদি সন্ত্রাস ও নাশকতাকে প্রশ্রয় না দেয় তাহলে শ্রমিক আন্দোলন উচ্ছৃঙ্খল হবে না এবং শান্তিপূর্ণ উপায়েই শ্রমিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপায়

দেশপরিচালকরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করেন। তারা আল্লাহর দেওয়া বিধানের কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। গোটা প্রাকৃতিক জগৎ তাঁর বিধান মেনে চলছে বিধায় সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, তিনি কুরআন ও রাসূল (স)-এর মাধ্যমে মানবজাতির সুখ-শান্তির জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা পালন করা ছাড়া জীবনের কোনো সমস্যারই স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান হতে পারে না।

আল্লাহ্ তাআলা মানবদেহের জন্য যে বিধান দান করেছেন, চিকিৎসাবিজ্ঞান সে বিধানই জানার চেষ্টা করে। মানুষ যদি স্রষ্টার দেওয়া ঐ বিধান মেনে চলে তাহলে স্বাস্থ্য ভালো থাকাই স্বাভাবিক। ঐ বিধান লঙ্ঘন করার কারণেই অসুস্থ হতে হয়। অসুখ হলে চিকিৎসার মাধ্যমে ঐ বিধান পুনর্বহাল করা হলেই সুস্থতা ফিরে আসে।

তেমনিভাবে পারিবারিক জীবনের জন্য কুরআনে যে বিধান রয়েছে যদি তা পালন করা হয় তাহলে পরিবারে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। ঐ বিধান অমান্য

www.pathagar.com

করার ফলেই পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের জন্যও ঐ একই কথা।

রাসূল (স) সেকালের সবচেয়ে অসভ্য, বর্বর ও অশিক্ষিত মানবসমাজে জন্মগ্রহণ করেন। আরবের দুপাশে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য নামে বিশাল দুটো সভ্যতা তখন বিরাজ করছিল। এ উভয় সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অনুর্বর মরুভূমির দেশ আরবে সভ্যতার কোনো আঁচ লাগেনি। গোটা আরবের কোথাও কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। ছোট্ট মক্কা শহরে কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে যে সমাজ ছিল সেখানেও লেখাপড়ার চর্চা তেমন ছিল না। তারাই একমাত্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল। এর বাইরে আরবরা বহু গোত্রে বিভক্ত ও যাযাবর ছিল; কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করত না। উট, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা চড়িয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। কোথাও কোথাও খেজুর বাগানকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো গোত্র বসবাস করত। ডাকাতি, রাহাজানি ও লুটতরাজ একশ্রেণির লোকের পেশা ছিল। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে গোত্রে গোত্রে লড়াই চলত। পরাজিত গোত্রের নারী-পুরুষকে দাস-দাসী বানিয়ে বাজারে বিক্রি করা হতো। সেয়ানা সেয়ানায় লড়াই শুরু হলে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চলত।

এমনই একটি বিশৃঙ্খল মানবসমাজে কোন্ জাদুবলে মুহাম্মদ (স) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে এমন বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটালেন, যার ফলে সকল গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি চমৎকার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো? মুহাম্মদ (স)-এর উন্নত মহান চরিত্রের পরশমণির সংস্পর্শে অসভ্য মানুষগুলো সভ্যতার উস্তাদে পরিণত হলেন। এ নতুন সভ্যতার উত্থানকে ঠেকাতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্রটিকে ধ্বংসের চেষ্টা করে নিজেরাই পরাজিত ও পদানত হতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

ইতিহাসের ঐ অলৌকিক ঘটনার পেছনে কোনো জাদুবিদ্যা ছিল না। কুরআনের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি গড়ার বিধান মানবজাতির স্রষ্টাই পাঠালেন। মানবদরদি ও মানবজাতির পরম বন্ধু হিসেবে মুহাম্মদ (স) ঐ বিধানকে প্রয়োগ করেই এ অভাবনীয় বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হলেন।

মুহাম্মদ (স)-কে বিশ্বের বর্বরতম সমাজে পাঠিয়ে প্রমাণ করা হলো যে, আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করে অসভ্যতম মানুষকেও সভ্যতার উস্তাদে পরিণত করা যায়। উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে যেমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব, তেমনি একমাত্র আল্লাহর বিধানই মানবসমাজের সকল ব্যাধি দূর করে পরম শান্তিময় সমাজ কায়েম করতে সক্ষম। এটা কোনো উদ্ভট দাবি নয়; প্রমাণিত বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য।

শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানও সেখানেই রয়েছে

বর্তমানে গণতান্ত্রিক দেশসমূহে ত্রিপক্ষীয় (TCC) পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে সমাধান করা হয় তা সাময়িক। এর দ্বারা স্থায়ী সমাধান হয় না। যখন সমস্যা সৃষ্টি হয় তখনই ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাময়িকভাবে মীমাংসা করা হয়; কিন্তু বারবারই সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে।

ইসলামে এর যে স্থায়ী সমাধান রয়েছে তা প্রয়োগ করা না হলে এ সমস্যা বারবার অর্থনৈতিক অগ্রগতি রোধ করতেই থাকবে। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী দুটো পক্ষ হিসেবে বহাল থাকবেই।

ইসলামী বিধান যদি মালিক ও শ্রমিকপক্ষ আন্তরিকতার সাথে মেনে নেয় তবেই স্থায়ী সমাধান সহজ হতে পারে। এ মেনে নেওয়াটা তখন ইবাদতে

www.pathagar.com

পরিণত হবে, যার পুরস্কার আখিরাতে পাওয়া যাবে। আর দুনিয়ার জীবনেও সবাই সুখ-শান্তি ভোগ করবে।

আমরা এখন এ সমস্যার ইসলামী সমাধান সম্পর্কে বাস্তবধর্মী আলোচনা করছি।

মানুষ সম্পর্কে মর্যাদাবোধ

সব মানুষের আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়া (আ)। আর মানুষই সৃষ্টির সেরা এবং আল্লাহর প্রিয়তম সৃষ্টি। তাদের মধ্যে আকৃতি, রং, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য কৃত্রিম। একই পিতামাতার সব সন্তানের আকার ও রং একই রকম হয় না বিধায় কি তারা সবাইকে আপন ভাই-বোন মনে করে না?

কুরআন গুরুত্বসহকারে ঘোষণা করেছে যে, 'বিভিন্ন বংশ, গোত্র ও দেশে যত মানুষ রয়েছে তা কোনো পার্থক্য নয়— এ সবই শুধু পরিচয় প্রকাশের জন্য। সব মানুষই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী; এমনকি ধর্মীয় পার্থক্যও মূল পার্থক্য নয়।'

অসচ্চরিত্রের মানুষ যে ধর্মের নামেই পরিচিত হোক, এরা এক জাত। আল্লাহর দৃষ্টিতে উন্নত নৈতিক মানের মানুষই শুধু সম্মানিত। আর তারাই ঐসব লোক, যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলার কারণেই নৈতিক মানে উন্নত হতে পেরেছে। রাসূল (স)-এর বর্ণনা অনুযায়ী 'যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উন্নত মানবীয় গুণের অধিকারী তারাই ইসলাম গ্রহণের পর উন্নত হয়। মানবসমাজ সোনা-রূপার খনির মতো। খনিতে যা সোনা, খনি থেকে তুলে আনার পর তা-ই সোনা। রূপা খনি থেকে তুলে আনলেও সোনা হয়ে যায় না।'

www.pathagar.com

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, মূলত সবাই মানুষ। যারা মানবীয় গুণে উন্নত তারা তো ইসলাম গ্রহণ করলে উন্নতই থাকে এবং আরো উন্নত হয়; কিন্তু যারা পূর্বে উন্নত নয়, তারাও ইসলাম গ্রহণ করলে উন্নত হতে পারে।

এ মর্যাদাবোধের অভাবই সমস্যার মূল

মানুষের প্রতি মানুষের যে মর্যাদাবোধ আল্লাহ ও রাসূল (স) শিক্ষা দিয়েছেন, এ শিক্ষার অভাবেই বিশ্বে মানবসমাজে অগণিত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

বাড়ির কাজের ছেলে বা মেয়ে বাসন-পেয়ালা ধৌত করার সময় অসাবধানতার কারণে ভেঙে ফেললে নির্যাতিত হয়। নিজের ছেলে-মেয়ে কোনো মূল্যবান জিনিস নষ্ট করলেও তাকে শাস্তির যোগ্য মনে করা হয় না। গরিবের সন্তান হওয়ায় যে ছেলে ও মেয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কারো বাসায় কাজ করতে বাধ্য হয় তার জন্য মায়া লাগা উচিত। বাড়িওয়ালার ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়ে। কাজের ছেলেটাও তো গরিব না হলে স্কুলেই যেত। কাজের ছেলে-মেয়েরা সারা দিন যত কাজ করে তাতে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী কত আরাম ভোগ করে! বাড়িওয়ালার ছেলের ব্যাগটা কাজের ছেলে কাঁধে করে নিয়ে মনিবের ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসে, আবার যথাসময়ে নিয়ে আসে। ঘটনাচক্রে বা ভাগ্যচক্রে আমি সচ্ছল, আর কাজের ছেলেটা গরিব। আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন যে, আমি এ গরিবের আদরের সন্তানটির সাথে কেমন আচরণ করছি। আমি যদি আমার ছেলে-মেয়ের মতো কাজের ছেলে-মেয়েকে মানবসন্তান হিসেবে আদর-যত্ন করি তাতে কি আমি গরিব হয়ে যাব? বরং মনে প্রশান্তি ও

www.pathagar.com

তৃপ্তিবোধ হবে। কারণ, মন্দ কাজ করলে যেমন বিবেক দংশন করে, ভালো কাজ করলে তেমনি বিবেক সুখবোধ করে।

ভাগ্যক্রমে আজ আপনি কারখানার মালিক, আর গরিবরা আপনার কারখানায় শ্রমিক। এমন তো হতে পারত যে, আপনিও তাদের মতো শ্রমিক। শ্রমিকদের মেহনত ছাড়া আপনার কারখানায় উৎপাদন সম্ভব নয়। তাদেরকে আপনার মতোই মানুষ মনে করলে আর সমস্যা থাকে না। মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধের অভাবেই সমস্যা সৃষ্টি হয়।

অধীনদের সাথে আচরণে ইসলামের শিক্ষা

রাসূল (স) বলেন, 'তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাআলা যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তা-ই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও তাকেও তা-ই পরিধান করতে দাও, যা তুমি নিজে পরিধান কর।' [বুখারী, আবূ হুরায়রা (রা)]

তিনি অন্যত্র বলেন, 'ক্ষমতার বলে অধীন চাকর-চাকরানীর বা দাস-দাসীর প্রতি মন্দ আচরণকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (ইবনে মাজাহ)

তিনি আরো বলেন, 'কেউ তার অধীন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে এক দোররা মারলেও কিয়ামতের দিন তার থেকে এর বদলা নেওয়া হবে।'

এসব হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, অধীন লোকদেরকে হীন বা তুচ্ছ মনে করা মহাঅন্যায়। যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ধার ধারে না তাদের এ অন্যায় করাই স্বাভাবিক। বাস্তব জীবনে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান মানা প্রয়োজন মনে করা হয় না বিধায় গোটা বিশ্বে শ্রমিক সমস্যা রয়েছে এবং আন্দোলন করেই তাদেরকে ন্যায্য অধিকার আদায় করতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে যারা মুসলমান নামধারী হয়েও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাস করে তারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই মানে। তাদের অনেকে নামায-রোযাও করে ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ময়দানে তারা আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে টেনে আনার ঘোর বিরোধী। আল্লাহ ও রাসূল কি এমন কোনো বিধান বা নির্দেশ দিয়েছেন, যা মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকর? তবুও কেন তারা আপত্তি করে?

আপত্তির মূল কারণ

মানুষকে শোষণ করা, শ্রমিকদেরকে ঠকানো, রাজনীতিতে মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি করা, দুর্নীতি করে ধনবান হওয়া, সাধারণ মানুষের উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ফলানোর হীন উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রাসূলকে তারা মসজিদে বন্দী করে রাখতে চায়। তারা যে মানের রাজনীতি করে তা শালীনতা ও ভদ্রতার নিম্নতম সীমাও লঙ্ঘন করে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দেওয়া, তাদের প্রতিটি কাজের পেছনে অসৎ উদ্দেশ্য আরোপ করা, সমালোচনায় অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে চরম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা এবং নিজেদের জঘন্য অপরাধকেও জনকল্যাণ বলে দাবি করা ইত্যাদি এমন রাজনীতি, যা কোনো ধর্মই অনুমতি দেয় না। তাই তারা ধর্মকে রাজনৈতিক ময়দানে আমদানি করার চরম বিরোধী।

www.pathagar.com

শ্রমিক সমাজের ভাবনার বিষয়

বর্তমানে দেশে যে নীতি, আদর্শ ও আইন চালু রয়েছে তাতে আল্লাহ্ ও রাসূল (স) মানুষের প্রতি যে মমত্ববোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং শ্রমের প্রতি যে মর্যাদাবোধ করার তাকীদ দিয়েছেন তা বাস্তবে প্রচলন করা অসম্ভব। কারণ, দেশ গড়ার রাজনীতির বদলে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিই দেশে চালু রয়েছে। রাজনীতিই দেশের সকল নীতি নির্ধারণ করে। যা করলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়, সে রাজনীতিই চলছে। ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে নাশকতামূলক তৎপরতার রাজনীতিও চালু রয়েছে।

শ্রমিকদেরকে যারা সংগঠিত করে নেতৃত্ব দেয় তারা ঐ রাজনীতিরই প্রতিনিধি। তারা শ্রমিকসমাজকে নিজ নিজ দলীয় রাজনীতির পক্ষে কাজে লাগায় এবং ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে।

এ পরিস্থিতিতে যে দলই ক্ষমতায় যাক, শ্রমিকদের ভাগ্যের সত্যিকার পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব হবে না। মানুষ হিসেবে শ্রমিকদের যে মর্যাদা এবং জাতীয় উন্নয়নে শ্রমের যে মূল্য তা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীগণ উপলব্ধি না করা পর্যন্ত শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। ফলে আন্দোলন করে দাবি আদায়ের যে পদ্ধতি চালু আছে, এর দ্বারা সাময়িকভাবে যতটুকু আদায় করা যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

আদর্শিক রাজনীতি চাই

কুরআন মাজীদে ইতিহাসের বহু জাতির পতনের উদাহরণ দিয়ে এ কথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, যুগে যুগে মানবজাতি যে অশান্তি, বিপর্যয় ও

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খলা ভোগ করেছে এর মূল কারণই হলো মানুষের মনগড়া আইন ও অসৎ লোকের শাসন।

যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁরা মানবজাতিকে আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্যই ডাক দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের দাওয়াতই দিয়েছেন। মানুষ যখনই এ ডাকে সাড়া দিয়েছে তখনই আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে এবং জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার পেয়েছে। যে জাতি নবীর ডাকে সাড়া দেয়নি সে জাতিকে আল্লাহ শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করেছেন।

তাই আমাদের দেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে আদর্শিক রাজনীতি বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক সমস্যাসহ কোনো সমস্যারই বাস্তব ও স্থায়ী সমাধান হবে না।

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার চাই

রাসূল (স) তেরো বছর পর্যন্ত একদল সৎ লোক তৈরি করে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ঐ তৈরি করা লোকদেরকে নিয়ে ইসলামী সরকার গঠন করেন। সরকার গঠনের মাত্র দশ বছরের মধ্যে গোটা আরবে তিনি এমন এক আদর্শ মানবসমাজ গড়ে তুললেন, যা চিরকাল মানবজাতির জন্য উজ্জ্বল নমুনা হয়ে থাকবে।

তিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ছিলেন না। তিনি যা করেছেন, তা পৌরাণিক বা কাল্পনিক কাহিনী নয়; তাঁর জন্ম, শৈশব, যৌবন, নবুওয়াত লাভ, একদল ব্যক্তি গঠনের যুগ, মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ও সরকার গঠনের যুগ ইত্যাদির বিস্তারিত বিশ্বস্ত বিবরণ ইতিহাসে রয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-এর নিকট যেমন কুরআন নাযিল করেছেন, তেমনি কুরআনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সরকার কায়েমের নিয়ম-পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। সে পদ্ধতি প্রয়োগ করেই তিনি একটি বর্বর সমাজকে ইতিহাসের সেরা শান্তিময় সমাজে পরিণত করেছেন।

পৃথিবীর বহু দেশে ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামী আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশেও আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের মহান উদ্দেশ্যে ঐ পদ্ধতিতেই কাজ করা হচ্ছে।

ইসলাম কায়েমের পথে বাধা কোথায়?

শুধু এ দেশে নয়, সব দেশেই ইসলামী আন্দোলন সফল হওয়ার পথে বিরাট বিরাট বাধা রয়েছে। আমি ইসলামবিরোধী শক্তির বাধাকে আসল বাধা মনে করি না। সকল নবীর যুগেই এ জাতীয় বাধা ছিল। এ বাধা অতিক্রম করেই আন্দোলন বিজয়ী হয়। শেষ নবীর আন্দোলনের ইতিহাস থেকে সেসব বাধার বিবরণ এবং বাধাকে পরাজিত করার জন্য যা কিছু করা হয়েছে, এর বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থার কারণে তিন রকমের বাধা অত্যন্ত স্পষ্ট :

১. মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই মুসলিম হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। গরুর বাচ্চা গরুই হয়। মানুষের বাচ্চাও মানুষই হয়। কিন্তু মুসলিম হতে হলে ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে কতক গুণের অধিকারী হতে হয়। এসব গুণ জন্মগতভাবে সৃষ্টি হয় না। যেমন– ডাক্তারের সন্তান জন্মগতভাবে ডাক্তার হয় না। ডাক্তারি বিদ্যা না শিখে ডাক্তার হওয়া যায় না। যে কয়টি গুণ মুসলিম হওয়ার জন্য জরুরি তা হাসিল

www.pathagar.com

করার জন্য সবাই চেষ্টা করে না। আমাদের দেশে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে। তাদের শতকরা কত জন মুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠার চেষ্টা করে? শতকরা কত জন পিতামাতা সন্তানদেরকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার চিন্তা করেন?

২. আমাদের আলেমসমাজ মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগের মাধ্যমে দীনের বিরাট খিদমত করছেন। জনগণের নিকট আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও দীনের যেটুকু ধারণা রয়েছে তা একমাত্র আলেমসমাজেরই অবদান। কিন্তু মসজিদের ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক, খানকাহর পীর, ওয়ায়েয ও তাবলীগের মুবাল্লিগগণ যদি সবাই আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের গুরুত্ব বুঝতেন এবং ইসলামী সরকার কায়েমের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন, তাহলে নির্বাচনে মুসলিম জনগণ বেদীন নেতাদেরকে ভোট না দিয়ে দীনদার ও সৎ লোকদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিত। লাখ লাখ আলেমের মধ্যে অল্প কতক মাত্র রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় রয়েছেন। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব বেদীনদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আলেমসমাজ শুধু ইসলামের ধর্মীয় খিদমতেই লেগে আছেন। গোটা আলেমসমাজ আল্লাহর আইন কায়েমের আন্দোলনে অগ্রসর হলে জনগণও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসত।

৩. বাংলাদেশে যারা দেশ শাসন করছেন, তারা প্রায় সবাই মুসলমান। কিন্তু যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তারা গড়ে উঠেছেন তা ইসলামী না হওয়ায় তারা ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূল (স) ও তাঁর পরবর্তী চার খলীফা যেভাবে দেশ শাসন করেছেন, সেভাবে শাসন

www.pathagar.com

করাই মুসলমানদের কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলকে মুসলমানদের জন্য সব বিষয়ে আদর্শ ও অনুকরণীয় বানিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনই শুধু নয়– পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলার জন্য রাসূল (স)-ই সঠিক শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই ঈমানের দাবি এটাই যে, মুসলমান হলে ইসলামী বিধানমতোই দেশ শাসন করবে।

এ দেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে সাড়ে পাঁচ শ' বছর ইসলামী শাসন ছিল। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার ৫০ বছর পর ইসলামী আইন খতম করে তাদের আইন জারি করা হয় এবং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের আইনেই এখনো দেশ শাসন করা হচ্ছে এবং তাদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যারা গড়ে উঠেছেন তারাই রাজনৈতিক নেতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

যেসব রাজনৈতিক দল এ পর্যন্ত এ দেশ শাসন করেছে তাদের দ্বারা যেভাবে দেশকে পরিচালনা করা হয়েছে, তা দেশবাসী সবাই দেখেছে। এ জাতীয় দল যতদিন দেশ শাসন করবে ততদিন শ্রমিক সমস্যাসহ কোনো সমস্যারই স্থায়ী সমাধান হবে না।

www.pathagar.com

রাসূল (স)-এর আদর্শ কায়েমের উপায় কী?

ইসলাম কায়েমের পথে যেসব বাধার কথা আলোচনা করলাম, তাতে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, এ বিরূপ পরিস্থিতিতে রাসূল (স)-এর আদর্শে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার উপায় কী?

রাসূল (স) যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশে কি শয়তানের রাজত্ব কায়েম ছিল না? সেখানে তিনি কেমন করে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করলেন?

বাংলাদেশে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের জন্য কী করা দরকার তা নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে না। রাসূল (স) যে নিয়মে এ কাজে সফল হয়েছেন, সে নিয়মটা ভালো করে বুঝতে হবে। যে আল্লাহ রাসূল (স)-এর নিকট ইসলাম পাঠিয়েছেন, তিনিই ইসলামকে কায়েম করার পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। একমাত্র ঐ নিয়মেই আল্লাহর দীন বিজয়ী হয়েছে।

রাসূল (স)-এর পদ্ধতির বিবরণ

১. রাসূল (স) নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার পর মক্কার জনগণকে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। তিনি ভালো মানুষ হিসেবে জনগণের নিকট প্রিয় ছিলেন। তাই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে জনগণ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

২. মক্কার নেতারা ঘাবড়ে গেল। কারণ, যদি জনগণ রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নেয় তাহলে তাদের মনগড়া শাসন আর চলবে না। নেতারা জনগণকে শোষণ করে সুখভোগে লিপ্ত ছিল। আল্লাহর আইন চালু

www.pathagar.com

হলে তাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা প্রথমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল, মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করল। এতেও যখন কোনো কাজ হলো না, তখন যারা ইসলাম গ্রহণ করলেন তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালাল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক মুসলমান জান বাঁচানোর জন্য বিদেশে চলে গেলেন।

৩. যারা ইসলাম গ্রহণ করলেন, রাসূল (স) তাঁদেরকে মযবুত ঈমান শিক্ষা দিলেন; দীন ইসলামের সহীহ ইলম শেখালেন; আমলের দিক দিয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী বানাতে থাকলেন।

৪. রাসূল (স) এত অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও মক্কায় লোক তৈরি করতে লাগলেন। তাঁর সাহস ও ধৈর্য দেখে সকল ঈমানদারই ইসলামের পথে মযবুত হয়ে টিকে রইলেন।

৫. নবুওয়াতের দশ বছর পর মদীনা থেকে অনেক লোক তিন বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণের উপর মক্কার নেতাদের অন্যায় যুলুম দেখে মদীনাবাসীরা রাসূল (স)-কে মদীনায় চলে আসার প্রস্তাব দিলেন।

৬. তেরো বছরে একদল ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে মদীনায় হিজরত করার হুকুম দিলেন।

৭. রাসূল (স) মদীনায় পৌছার পর মদীনাবাসীরা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেন এবং সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের সুযোগ হয়। রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করা হয়।

www.pathagar.com

৮. মক্কার কাফির-মুশরিক নেতারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য বারবার হামলা করে। রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে ঈমানদার বাহিনী বারবার তাদেরকে পরাজিত করে।

৯. মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের অষ্টম বছর রাসূল (স) সাহাবীগণের এক বাহিনী নিয়ে বিনা যুদ্ধেই মক্কা দখল করে নেন।

১০. এরপর দুবছরের মধ্যে গোটা আরবে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হয়। ফলে এক মহাশান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়। জনগণ তো শান্তিই চায়। তাই শান্তি কায়েম হওয়ায় দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

ইতিহাসের সেরা সমাজ

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূল (স) আল্লাহর আইন চালু করে এমন সুন্দর সমাজ কায়েম করে দেখালেন, যা আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সেরা সমাজ হিসেবে সবাই স্বীকার করে।

সেকালে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য নামে আরবের দুপাশে দুটো বিরাট সভ্যতা কায়েম ছিল। আরবের জনগণ অসভ্য ও বর্বর বলে পরিচিত ছিল। আল্লাহ তাআলা সেখানে রাসূল ও কুরআন পাঠিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, আল্লাহর আইন চালু হলে সবচেয়ে অসভ্য মানুষও সভ্যতার উস্তাদে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে রাসূল (স)-এর ঐ পদ্ধতিতেই ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা চলছে

বাংলাদেশে ১৯৫০ সাল থেকে রাসূল (স)-এর পদ্ধতি অনুযায়ীই ইসলামী আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলনের প্রধান কাজ দুটো– একটি হলো দীনের দাওয়াত দিতে থাকা, অন্যটি হলো যারা দাওয়াত কবুল করে তাদেরকে সংগঠনভুক্ত করে ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

দীনের দাওয়াত কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে মানলেই চলবে না, দীন হিসেবে মানার দাওয়াত দিতে হবে। অর্থাৎ, জীবনের সব ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ ও একমাত্র নির্ভুল জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে কবুল করার দাওয়াত। বাংলাদেশে দীন ইসলামের এ দাওয়াতকে সবার নিকট পৌঁছানোর জন্য কুরআনের তাফসীর ও হাদীসগ্রন্থসমূহের অনুবাদসহ ইসলামের সকল দিক সম্পর্কে বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার সৃষ্টি করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত চারটি সংগঠনের মাধ্যমে সকল মহলে এ দাওয়াতী কার্যক্রম চলছে এবং যারা দাওয়াত কবুল করছেন তাদেরকে গড়ে তোলা হচ্ছে :

১. 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন' শ্রমিক ময়দানে এ মহান দায়িত্ব পালন করছে।

২. 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির' স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে দাওয়াত ও সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

৩. 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা' সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মাঝে কাজ করছে।

৪. 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সকল পেশার জনগণের মাঝে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে।

ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের শর্তাবলি

আল্লাহ্ তাআলা সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে; তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীর খলীফা বানাবেন, যেমনিভাবে তাদের আগের লোকদেরকে বানিয়েছিলেন।'

এ আয়াতে ইসলামী সরকার কায়েমের প্রথম শর্তটির কথা বলা হয়েছে। এমন একদল ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোক তৈরি হতে হবে, যাদের হাতে ক্ষমতা দিলে তারা আল্লাহর আইন যোগ্যতার সাথে চালু করতে পারবেন।

রাসূল (স)-এর যুগে তেরো বছরে এ শর্তটি পূরণ হওয়ার পরই মদীনায় ইসলামী সরকার গঠিত হয়।

ইসলামের বিজয়ের জন্য আরো একটি শর্ত রয়েছে। যে এলাকায় দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে কাজ চলে সে এলাকার জনগণ যদি ইসলামের সক্রিয় বিরোধী হয় তাহলে সেখানে ইসলামী সরকার কায়েম হবে না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা কোনো কাওমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উপর দীনের নিয়ামত জোর করে চাপিয়ে দেন না।

www.pathagar.com

এ কারণেই রাসূল (স)-এর যুগে তেরো বছরে লোক তৈরির প্রথম শর্তটি পূরণ হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় দীন বিজয়ী হয়নি। মক্কার জনগণ বিরোধী থাকায় রাসূল (স) ও তাঁর সাথীদেরকে গোপনে মদীনায় চলে যেতে হয়। মদীনার জনগণ ইসলামের সমর্থক না হলেও এর সক্রিয় বিরোধী ছিল না। তাই তারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে রাসূল (স)-কে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

বাংলাদেশে কি এ শর্ত দুটো আছে?

বাংলাদেশে দ্বিতীয় শর্তটি রয়েছে। কারণ, এ দেশের জনগণ ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয় নয়। যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যেতে চায়, তারা নির্বাচনের সময় এমন স্লোগান তোলে, যাতে মনে হয় যে, তারা ইসলামের বিরোধী নয়। যেমন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–নৌকার মালিক তুই আল্লাহ', লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–ধানের শীষে বিসমিল্লাহ'। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের জনগণ ইসলামবিরোধী নয়।

কিন্তু বাংলাদেশে এখনো প্রথম শর্তটি পূরণ হয়নি। পূরণ হলে তো আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী ইসলামী সরকার কায়েম হয়ে যেত। উপরে যে চারটি ইসলামী সংগঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা প্রথম শর্তটি পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ শর্তটি পূরণ হলেই ইসলামী সরকার কায়েম হবে, ইনশাআল্লাহ। আর ইসলামী সরকার কায়েম হলেই শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। তাই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত সবাইকে ঐ মহান উদ্দেশ্যে জান-মাল-শ্রম-সময় খরচ করে প্রথম শর্তটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পূরণ করতে পূর্ণ ইখলাসের সাথে ভূমিকা পালন করতে হবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বৈশিষ্ট্য

- শ্রমিক ময়দানে ইসলামী শ্রমনীতির পতাকাবাহী একক শ্রমিক সংগঠন।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন।
- আল্লাহ তা'য়ালার একমাত্র ইলাহ (হুকুমকর্তা) ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র আদর্শ নেতা।
- সর্বস্তরের শ্রমজীবি মানুষের-চাকরি, বেতন, মজুরি, ধর্মীয় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ন্যায়সংগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।
- ইসলামী চরিত্র গঠন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ।
- প্রচলিত শিল্প-শ্রমআইন অনুযায়ী অনুমোদিত ফেডারেশন ও ইউনিয়নসমূহ পরিচালনা, চিন্তার ঐক্য ও সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে জোরদার করা।
- নারী ও শিশু শ্রমিকদের ইনসাফভিত্তিক নিয়োগ ও মজুরীসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।
- ইউনিট, অঞ্চল, উপজিলা, জিলা ও বিভাগীয় শাখা সমন্বয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পরিচালিত।
- International Islamic Confederation of Labour (IICL) এর সদস্য ও সহ সভাপতি।
- আই, এল, ও কনভেনশন-৮৭ ও ৯৮ ধারা কর্তৃক সমর্থিত।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
[বিজেএফ-৮]

www.pathagar.com